মিজানুর রহমান মিথুন

স্বপ্নভঙ্গ

হযরত আলী শান্তশিষ্ট ভদ্র প্রকৃতির। অফিসে সবাই তাকে 'হযরত' বলে ডাকে। তবে তিনি সবাইকে আলী নামে ডাকতে বলেছেন। অ্যাকাউনটেন্ডেন্ট আতিক সাহেব তাকে হযরত নামে এই অফিসে চাকরির শুরু থেকে ডাকছেন বলে সবাই তাকে এ নামেই এখন ডাকে। হযরত একজন ভীষণ স্বপ্নবাজ যুবক। জীবনে তাকে বড় একটা কিছু করতেই হবে- এমন চিন্তায় সব সময় নিমগ্ন থাকেন তিনি। হয়তো অর্থে বিত্ত বৈভবে অনেক বড় নয়তো এমন কোনো কাজ করতে হবে যাতে দেশের মানুষ তাকে এক নামে চিনতে পারে। কিন্তু কীভাবে হবে তার এ স্বপ্নপূরণ এর কোনো পথ এখন আর খুঁজে পাচ্ছেন না হযরত আলী।

গল্প

ভালো চাকরি করে জীবন বদলাতে চেয়েছিলেন হযরত আলী। অনেক চেষ্টা করেছেন সরকারি-বেসরকারি ভালো চাকরির জন্য। তবে বড় কোনো চাকরি জোটাতে পারেননি। চাকরির পরীক্ষা দিতে দিতে হযরত আলী বুঝেছেন- চাকরি আসলেই সোনার হরিণ, তা কিছুতেই ধরা দেয় না।

অবশেষে অনেক চেষ্টা তদবীর করে একটি বেসরকারি চাকরি জুটিয়েছেন হযরত আলী। যে চাকরি করে জীবন বদলাতে চেয়েছিলেন, এখন সেই চাকরিই যেন তার সব সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। হযরত আলীর ভাষায় তিনি এখন জীবনের মাইনকা চিপায় আটকে পড়েছেন। এই চাকরিতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট নন।

হযরত আলীর স্বপ্ন ছিল তিনি অনেক বড় চাকরি করে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণ করবেন। নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি পাঠাগার গড়ে তুলবেন গ্রামে যাতে আলোকিত মানুষ তৈরি হয়- এরকম আরও কত কত স্বপ্ন হযরত আলীর দুচোখ জুড়ে। কিন্তু যে বেতনে হযরত আলী চাকরি করছেন তাতে তার ঢাকার শহরে নিজের খাই-খরচেই চলে যায়। ফলে দিন দিন তার দুচোখের স্বপ্ন ম্লান হতে থাকে। তবুও হযরত আলী স্বপ্ন দেখতে চান।

হযরত আলী 'দৈনিক সুসময়' নামের একটি জাতীয় দৈনিকের প্রেস ম্যানেজারের পদে চাকরি করছেন। ঢাকার মতিঝিলে তার পত্রিকার অফিস। হযরত আলী অনেক গুণধর মানুষ। তার গানের গলা অনেক সুন্দর সেই সঙ্গে নিজে গানও লিখেন, অভিনয় করতে পারেন, আবৃত্তিতেও পারদর্শী। প্রায়ই কাজের ফাঁকে রুম বন্ধ করে দরাজ কণ্ঠে গান শুরু করেন। প্রেসের কাজে চাপে তার সকাল সন্ধ্যা রাত অবধি ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মধ্যে প্রেসের শ্রমিকদের সঙ্গে ভালোভাবে কাজ বুঝিয়ে দিতে নিজেরহাতে ধুলো কালি মাখতে হয়ে। অনেক সময় গা গতরেও ময়লা কালি লেগে যায়। হযরত আলী প্রায়ই তার অফিস রুমে বসে ভাবেন আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন- এই জীবন তো আমি চাইনি।

চাওয়া না পাওয়া আর প্রত্যাশা অপূরণের এই যাপিত জীবনের হতাশা গ্লানি সব কিছু ভেতরে ভেতরে মেনে নিয়েছেন হযরত আলী। তিনি একজন আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বপ্নবাজ মানুষ হলেও এখন তার মনে প্রায়ই হতাশা ও বিষণ্নতা ভর করে। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এবং দেশের জন্য কিছু করার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে না পারার দুশ্চিন্তায় এখন প্রায়ই তার ঘুম হয় না। সেই সঙ্গে সম্প্রতি তার প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের বিরহ-বেদনাও হযরত আলীকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তার প্রেমিকা বিয়ের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু হযরত আলীর বড় চাকরি না হওয়ায় প্রেমিকা অন্যের ঘর বেঁধেছে। হযরত আলী এমন নানা বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে দিনে দিনে বুঝতে পারছেন, পৃথিবীতে অর্থ-বিত্তই হচ্ছে মানুষের কাছে একমাত্র কাম্য বস্তু। প্রেম ভালোবাসা মিছে কল্পনা। টাকা না থাকলে প্রেম ভালো হৃদয়টাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। দুচোখের সুখনিদ্রা নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নেয়।

গত রাতে হযরত আলী স্বপ্ন দেখেছেন,- তিনি 'দৈনিক সুসময়' পত্রিকার প্রেস ম্যানেজারের দায়িত্ব ছেড়ে এই পত্রিকার বিনোদন বিভাগে সাংবাদিকতা শুরু করেছেন। এমন স্বপ্ন দেখে হযরত আলীর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আবার ঘুমানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছুতেই আর চোখে ঘুম আসেনি। হযরত আলী বুঝতে পেরেছেন শত চেষ্টা করেও আর ঘুম আসবে না। মোবাইল টিপে দেখেন রাত সাড়ে চারটা বাজে।

রাত আর বেশি নেই ভেবে বিছানা ছেড়ে উঠে যান হযরত আলী। ঘুম থেকে উঠে হযরত আলী ফ্রেশ হয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। শেষ রাতে আকাশ দ্যাখে, বাহ! কী সুন্দর আকাশ! আর কোনোদিন যেন হযরত আলী এত মনোলোভা নয়নসুখকর আকাশ দেখেননি। এদিকে মিষ্টি বাতাসও বইছে, গ্রীষ্মের শেষ রাতে যে এমন শীতল হাওয়া বইতে পারে

তা ভেবে হযরত আলী মন চনমনিয়ে ওঠে। এমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশে হযরত আলীর গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে করছে। গান শুরু করলেও মুহূর্তেই থেমে যান। কারণ এখনও আশপাশের ফ্লাটের সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, এখন গান গাইলে মানুষ পাগল বলবে।

ব্যালকনি থেকে রুমে এসে হযরত আলী লাইট জ্বালিয়ে কাগজ কলম নিয়ে গান লেখার জন্য বসে যান। গতকাল একটা গান মাথায় আসছিল, সেই গানটা লেখার চেষ্টা করছেন। লিখছেন আর কাটছেন, কিছুতেই সেই গানটা লিখতে পারছেন না। তাই গান লেখা বাদ দিয়ে আবার বিছানায়শুয়ে পড়লেন হযরত আলী। শুয়ে শুয়ে হযরত আলী ভাবছেন,- 'আমার মনের ভেতর এতদিন পুষে রাখা ইচ্ছেটাই আজ স্বপ্নে দেখলাম। যাক ভালো হয়েছে। এমন ভাবতে ভাবতে হযরত আলীর মনের আকাশে আনন্দ বর্ষণ হচ্ছে, মন সমুদ্রে খুশির ঢেউ লেগেছে। হযরত আলীর মনটা ভীষণ ফুরফুরে লাগছে।

হযরত আলী সিদ্ধান্ত নেয় আজই অফিসে গিয়ে বিনোদন বিভাগের সহ-সম্পাদক অপূর্ব ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলবেন। তিনি নিশ্চয়ই বিনোদন বিভাগে কাজ করার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। অপূর্ব 'বিনোদন দুনিয়া' পত্রিকা থেকে গত মাসে 'দৈনিক সুসময়' পত্রিকায় যোগদান করেছেন। অপূর্ব দেশের অন্যতম খ্যাতিমান বিনোদন সাংবাদিক। দেশের বড় বড় তারকাদের সঙ্গে তার ভীষণ ঘনিষ্ঠতা ও সখ্য রয়েছে। ফেসবুকে কয়দিন পরপরই নায়ক-নায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে তোলা ছবি আপলোড করেন। এই ছবি দেখে হযরত আলীর মনে বিনোদন সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন মনের ভেতর আরো প্রবলভাবে দানা বাঁধে।

প্রতিদিন দশটার সময় হযরত আলী অফিসে আসেন। রাতে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আজ সকাল হতেই তার মন অস্থির। বাসায় মন টিকছে না। সকাল ৮টায় অফিসে এসেছেন আজ। অফিসের কাজেও মন দিতে পারছেন না। রাতের স্বপ্ন তাকে তাড়া করে ফিরছে। বিনোদন সাংবাদিক হতে পারলে দেশের সেরা সেরা নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি হবে। নিজে যেমন খ্যাতিমান সাংবাদিক হতে পারবেন, তেমনি এসব নায়ক-নায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে নাটক সিনেমা বানিয়ে রাতারাতিখ্যাতি ও অর্থ দুটোই কামানো যাবে। সেই সঙ্গে নিজেও দুয়েকটা সিনেমা নাটকে অভিনয় করে জনপ্রিয় হতে পারবেন বলে হযরত আলীর ধারণা। কারণ দেশের এরকম কয়েজন সাংবাদিকদের নামও জানেন যারা একই সঙ্গে সাংবাদিকতা, নাটক-সিনেমা নির্মাণ, অভিনয় করে তারকা খ্যাতি, গান লিখে ও গেয়ে শিল্পী হিসেবেও ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন।

এছাড়াও হযরত আলীর আরো ধারণা,- তিনি যে প্রেস ম্যানেজারের চাকরিটা করছেন এটা পৃথিবীর সবচেয় কঠিন কিন্তু সে তুলনায় কম বেতনের কাজ। বিনোদন সাংবাদিকতা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ও আনন্দময় কাজের একটি। দেশের সব সুন্দরী সুন্দরী নায়িকাদের সঙ্গে যে কোনো সময় কথা বলে নির্মল আনন্দ লাভ করা যায়। নায়ক-নায়িকারা তাদের বিভিন্ন কাজের সংবাদ প্রকাশের জন্য বিনোদন সাংবাদিকদের নানা ধরনের উপহার-উপঢৌকন দেয়।

বিনোদন সাংবাদিকতা নিয়ে হযরত আলীর এমন ধারণা ভুল প্রমাণিত করলেন বিনোদন সাংবাদিক অপূর্ব। আজ সকাল সকাল অফিসে এসে কাজে মন না বসায় বিনোদন বিভাগে চলে যান হযরত আলী। এসে দ্যাখেন অপূর্ব কম্পিউটারে হেড ফোন লাগিয়ে হালকা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কী যেন লিখছেন। এই অফিসে আসার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হযরত আলীর সঙ্গে অপূর্বর সঙ্গে ভালো হৃদ্যতা জমে গেছে। তাছাড়া 'দৈনিক সুসময়' পত্রিকার অন্যান্য সাংবাদিকদের চেয়ে আগে যে রাহিম নামের বিনোদন সাংবাদিক ছিলেন তার সঙ্গেও হযরত আলীর হৃদ্যতা বেশি ছিল। বিনোদন সাংবাদিকদের প্রতি হযরত আলীর বরাবরই দুর্বলতা বেশি। অপূর্বর ডেস্কের কাছে এসে সালাম দেয় হযরত আলী। অপূর্ব লেখার কাজে ব্যস্ত থাকায় হযরত আলীর সালাম শুনতে পাননি। হযরত আলী বুঝতে পারেন অপূর্ব জরুরি কিছু লিখছেন। তাই তার সালাম শুনতে পাননি। হযরত আলী কিছুক্ষণ অপূর্বর ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। অপূর্বর কাজ শেষ হচ্ছে না। কিন্তু স্বপ্নের বিষয়টা অপূর্বর সঙ্গে আলাপ করার জন্য হযরত আলীর মন উসখুস করছে। তাই হযরত আলী অপূর্বর ডেস্কের একদম কাছে গিয়ে অপূর্বর পিঠে হাত রেখে বললেন,-

-অপূর্ব ভাই, এত গভীর মনোযোগে কী লিখছেন। এত কাজ করে কি হবে ভাই। চলেন নিচে গিয়ে চা-বিড়ি খাই।

এবার অপূর্ব হযরত আলীর দিকে তাকিয়ে বলেন,-

-ওহ, হযরত ভাই এসেছেন! বসেন ভাই, আর ৫টা মিনিট অপেক্ষা করেন, আমি নিউজটা শেষ করে নিই। গুরুত্বপূর্ণ একটা নিউজে হাত দিয়েছে। তাড়াতাড়ি ছাড়তে হবে।

এই বলে পাশের চেয়ারটা টান দিয়ে বলেন,-

-বসেন ভাই, ৫টা মিনিট লাগবে।

অফিসের নিচেই ফারুকের চায়ের টং দোকান। দোকানে এসে চা খেতে খেতে দুজন বিনোদন দুনিয়ার নানা বিষয় নিয়ে কথা বলা শুরু করেন। হযরত আলী কথার মধ্যে সুযোগ খুঁজতে থাকেন কোন ফাঁকে তার স্বপ্নের কথাটা বলবেন। একপর্যায়ে হযরত আলী সুযোগও পেয়ে যান।

হযরত আলীর স্বপ্নের কথা অপূর্ব মনোযোগ সহকারে শুনলেন। শুনে বললেন,-

-ভাই আপনি যে সেকশনে আছেন ভালো আছেন। বিনোদন সেকশনে আইসেন না। বড় পেইনের মধ্যে আছি। নায়ক-নায়িকারা কথা কইতে চায় না। সময় দিতে চায় না। অনেককে হাজারবার ফোন দিলেও রিসিভ করে না। কোনো তারকা তো মাসের পর মাস ফোন বন্ধ কইরা রাখেন। অথচ আমাদের সম্পাদক সাহেব তাদের নিউজ না পাইলে অন্য নিউজ দিলে নিউজ ফেলে দেয়। প্রতিদিন পাতা করতে যে ঝক্কি-ঝামেলা ও কষ্ট পোহাতে হয়। সেই কষ্ট করলে এক সপ্তাহে মঙ্গলগ্রহে যাওয়া যায়।

এ কথা শোনার পর হযরত আলী দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। তিনি মনে মনে বলেন নতুন কিছু করতে চাইলে সবাই এমনই বলে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে হযরত আলী বলেন,-

-ভাই যা-ই বলেন না কেন আমাকে জাস্ট একবার চান্স দেন। আমাকে মাত্র একবার সুযোগ দেন। প্রেসের কাজ আমার আর ভালো লাগে না। এ থেকে আমি মুক্তি চাই।

-ভাই বিনোদন সাংবাদিকতা শুরু করার, শেখার একটা বয়স আছে। অলরেডি আপনি সেই বয়স অতিক্রম করে এসেছেন।

-ভাই শেখার কোনো বয়স নেই। আমি না হয় নতুন করে আর একটা জীবন শুরু করবো।

হযরত আলীর বিনোদন সাংবাদিকতার প্রতি দুর্বার আগ্রহ দেখে অপূর্ব তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, তাকে যে কোনো একটা পত্রিকায় কন্ট্রিবিউটর হিসেবে প্রাথমিকভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেবে।

-আচ্ছা হযরত ভাই, আপনি তো জানেনই আমাদের সম্পাদক সাহেব খুব কড়া মানুষ। আপনি যদি আমাদের অফিসের বিনোদন বিভাগে এসে কাজ শুরু করেন তাহলে সম্পাদক সাহেব আমাদের দুজনার উপরেই ক্ষ্যাপবো। তাছাড়া আমাদের বিনোদেন চিপ সুজন ভাই বিষয়টা ভালোভাবে দেখবেন না, আইমিন সে-ও নিষেধ করবেন।

-হুম, অপূর্ব ভাই ঠিক বলেছেন। সম্পাদকে আমিও ভীষণ ভয় পাই। তাকে আমি ভীষণভাবে এড়িয়ে চলি। ব্যাটা একটা আস্তো খাচ্চোর। খুব প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া আমি তার সামনে পড়ি না। সে সব কিছুতেই খুত ধরে। তাহলে কী করণ যায়?

-আপনি এক কাজ করেন 'দৈনিক শতকাল' পত্রিকায় আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিহাব আছেন, ওনি বিনোদন বিভাগের হেড। আমি বলে দিলে সে আপানাকে কাজের সুযোগ করে দেবেন।

-অনেক খুশি হইলাম অপূর্ব ভাই। প্লিজ অপূর্ব ভাই, আমার জন্য একটু চেষ্টা করবেন। শুধু আমাকে একবার চান্স দেন ভাই। একটা সুযোগ দেন ভাই। দুদিন পরে হযরত আলী 'দৈনিক শতকাল' পত্রিকায় এসে কাজ শুরু করেন। এখানে এসে শিহাবের কথা-বার্তা, আচার আচরণে ভীষণ মুগ্ধ হয়ে যান। এখানে বিনোদন বিভাগে মালিহা নামের এক তরুণী কাজ করছেন। তার সঙ্গেও হযরত আলীর স্বল্প সময়ের মধ্যে আন্তরিকতা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। এখানে কাজ করতে এসে আশান্বিত হন। তার অফিসের প্রেম ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি 'দৈনিক শতকাল' পত্রিকায় বিনোদন পাতায় কাজ করবেন বলে হযরত আলী পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।

শিহাব প্রথম দিনে হালকা কিছু কাজ দিলেন হযরত আলীকে। তিনি যে কাজগুলো হযরত আলীকে দিয়েছিলেন তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারেননি। কয়েকটি প্রেস রিলিজ দিয়েছিল তা নিউজ আকারে সাজানোর জন্য। কিন্তু সে কাজ হযরত আলীর পছন্দ হয়নি। তার ইচ্ছা নায়ক-

নায়িকাদের সঙ্গে কথা বলবে, তাদের নিউজ করবে। শিহাব হযরত আলীর এই ইচ্ছেটাকে বুঝতে পারলেন। কারণ নতুন কেউ কাজ করতে আসলে শোজিব তারকাদের প্রতি সবার একটা আকর্ষণ থাকে। এবার শিহাব হযরত আলীকে একটা টেলিফোন গাইড দিয়ে বর্তমান সময়ের বেশ কয়েকজন তারকাদের ফোন নাম্বার দেখিয়ে দিয়ে বললেন,-

-হযরত ভাই এই নাম্বারগুলোতে ফোন দিয়ে কথা বলেন। তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে দ্যাখেন। কোনো নিউজ করতে পারেন কি-না।

নায়ক-নায়িকাদের ফোন নাম্বারের টেলিফোন গাইড পেয়ে তো হযরত আলী খুশিতে আত্মহারা। তিনি মনে মনে বলেন 'আহারে! এবার আমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন এবার পূরণ হবে।' টেলিফোন গাইডের পাতা উল্টায় আর আনন্দে চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। এরই সঙ্গে হযরত আলীর আগের ধারণা আরও কিছুটা পাল্টে যায়। নায়ক-নায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আসলে সহজে কাজের খোঁজ-খবর দেন না। তাদের কাছ থেকে ফোন দিয়ে, কিংবা শুটিং স্পটে গিয়ে বিনোদনের খবর সংগ্রহ করতে হয়। ফোন দিয়ে নামি তারকারা নিউজ দেয় না।

শিহাবের দেয়া নির্দেশনা মতো হযরত আলী নায়িকা রুহিনাকে ফোন দেন। হযরত আলীর মনে ভীষণ উত্তেজনা কাজ করছে। কারণ জীবনে এই প্রথম কোনো নায়িকার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন। ফোন বেজে যাচ্ছে, রুহিনা ফোন ধরছেন না। আবার ফোন দেয় হযরত আলী। কিন্তু এবারও ফোন ধরলেন না নায়িকা রুহিনা। এতে হযরত আলীর মনের উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলো। রুহিনা ফোন না ধরায় তিনি কিছুটা বিরক্তও বোধকরছেন। শিহাবের কাছে গিয়ে হযরত আলী কিছুটা অভিযোগের সুরে বললেন,-

-ভাই রুহিনা তো ফোন ধরে না। বেশ কয়েকবার ফোন দিলাম। একবার ফোন কেটে দিয়েছে। তারপর আবার ফোন দিলাম। তখন দেখি ফোন বন্ধ করে রেখেছেন।

হযরত আলীর এই কথা শুনে শিহাব বললেন,-

-ভাই তারকারা সব সময় শুটিং নিয়ে মহাব্যস্ত থাকে। ওনি মনে হয় শুটিংয়ে আছেন, নয় তো অন্য কোনো জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন। আপনি একটা এসএমএস দিয়ে রাখেন। ফ্রি হলে রুহিনাই আপনাকে ফোন দেবেন। এখন বরং আপনি অন্য কাউকে ফোন দেন।

এবার হযরত আলী দ্রুত একটা এসএমএস লিখে রুহিনাকে সেন্ড করল। আবার নতুন উত্তেজনায় শিহাবের দেখানো ফোন নাম্বার দেখে নায়িকা আলিনা ফারাহকে ফোন দিলেন। ফারাহ সঙ্গে সঙ্গে ফোন রিসিভ করে বললেন,-

-আমি এখন মেকাপ নিচ্ছি। একটা বিজ্ঞাপনের শুটিং নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত আছি ভাই। রাত দশটার পর ফোন দিয়েন।

নায়িকা আলিনা ফারাহ রাতে ফোন দিতে বলেছেন,-এই কথা শোনার পরে হযরত আলী আবারও বেশ আনন্দিত ও উত্তেজিত বোধ করছেন। তার মনের মধ্যে সুখের সুবাতাস বইছে। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই নায়িকা রুহিনা ফোন ব্যাক করেছেন। তার ফোন দেখে হযরত আলী যেন আরো শতগুণ উত্তেজনায় ফেটে পড়েছেন। হযরত আলী প্রায় চিৎকার করেই শিহাবের কাছে গিয়ে বললেন,-

-ভাই রুহিনা আপা ফোন ব্যাক করেছেন।

হযরত আলীর এমন উত্তেজনাপূর্ণ কথা শুনে শিহাব বললেন,-

-ভাই আস্তে কথা বলেন। অফিসে অন্যান্য বিভাগের সবাই কাজ করতেছেন। জোরে কথা বললে তাদের লিখতে সমস্যা হয়। আপনি আবার রুহিনার ফোন রিসিভ কইরেন না। ওর কল শেষ হওয়ার পরে আপনি ফোন ব্যাক করেন।

রুহিনার কল কেটে যাওয়ার পর হযরত আলী ফোন ব্যাক করলেন। এবারও ধরলেন না। হযরত আলী কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লেন এতে। আবার শিহাবকে বললেন,-

-ভাই রুহিনা তো আবার ফোন ধরে না।

-আরে ভাই হতাশ হইয়েন না।

হযরত আলী এমন করায় তাকে নিয়ে শিহাব কিছুটা বিড়ম্বনায় পড়েছেন। কিন্তু কিছু বলতেও পারছেন না, কারণ তার বন্ধু অপূর্ব হযরত আলীকে পাঠিয়েছে।

হযরত আলী আবার ফোন দেয়। এবার রুহিনা ফোন রিসিভ করেছেন,-

-আপা আমি 'দৈনিক শতকাল' পত্রিকা থেকে হযরত আলী বলছিলাম। আপনাকে নিয়ে নিউজ করবো। এখন পর্যন্ত আপনি কী কী কাজ করেছেন। প্লিজ একটু বলুন।

রুহিনা ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বললো,-

-আপনি কাকে ফোন দিয়েছেন? আপনি মনে হয় আমাকে চেনেন না। আপনি যেভাবে আমাকে প্রশ্ন করেছেন তাতে মনে হচ্ছে আমি বুঝি ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন এসেছি। আমার সুপার ডুপার হিট কাজ সম্পর্কে আবার নতুন করে বলার কি আছে। আমার সম্পর্কে জেনে শুনে পড়াশোনা করে ফোন দিয়েন, ওকে। নতুন কিছু কথা বলা উচিত।

এই বলে নায়িকা রুহিনা ফোন কেটে দিলেন। এতে হযরত আলীর রুহিনাকে অত্যন্ত নির্দয় মনে হলো। তিনি বিমর্ষ চিত্তে টেবিলে ফোন রাখলেন। বিষয়টা কাজের ফাঁকে শিহাব লক্ষ্য করেছেন। তিনি হযরত আলীর সঙ্গে রুহিনার ফোনে কথা বলার স্টাইল দেখে বুঝতে পেরেছেন,-রুহিনা হযরত আলীকে ঝারি দিয়েছেন। এসি রুমের মধ্যে বসেও হযরত আলী দরদর করে ঘামছেন। নায়িকা রুহিনার কথায় সে ভীষণ অপমানিত বোধ করছেন। এবার ফোনটা পকেটে নিয়ে হযরত আলী 'দৈনিক শতকাল' পত্রিকা থেকে বেরিয়ে যান। ফোন বন্ধ করে তার নিজের অফিস 'দৈনিক সুসময়' অফিসে এসে প্রেসের কাজে মন দেন।

এদিকে অনেক সময় পেরিয়ে যায় হযরত আলীর খোঁজ না পেয়ে শিহাব তাকে ফোন দেয়। কিন্তু তার ফোন বন্ধ পান। এরপর শিহাব অপূর্বকে ফোন দেয়। অপূর্ব কিছুক্ষণ পর শিহাবকে জানায়,-

-আমিও তো হযরতের ফোন বন্ধ পাচ্ছি। আচ্ছা আমি অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখছি। সে অফিসে আসছে কি-না। অফিস সহকারী রতনকে হযরত আলীর রুমে পাঠালেন অপূর্ব। রতন এসে জানালো,-

-হযরত আলী স্যার কাজে ব্যস্ত, আপনার সঙ্গে পরে দেখা করবেন বলেছেন।

আজ রাতে হযরত আলী নায়িকা ফারাহকে ফোন দেয়। ফারাহ রাত ১০টার পরে ফোন দিতে বলেছিলেন। ফোন দেয়ার পর ফারাহ জানালেন,-

-আমি এই মুহূর্তে একটু ব্যস্ত আছি ভাই। ৫ মিনিট পরে আমি আপনাকে ফোন ব্যাক করবো। হযরত আলী আশায় বুক বাঁধলো। নায়িকা ফারাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন এটা ভাবতে তার মনের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। তার রুমমেটদের জানালেন নায়িকা ফারাহ তাকে ৫ মিনিট পরে ফোন ব্যাক করবেন। সব রুমমেটরা হযরত আলীকে ঘিরে বসে আছেন। সবার চোখে মুখে কৌতূহল। এক রুমমেট বলছেন,-

- হযরত আলী ভাই নায়িকা ফারাহর সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি লাউড স্পিকারে দেবেন। আমার সবাই তার কণ্ঠ ফোনে শুনবো। এই কথা শুনে রুমমেট বাকের বলে,-'আহা কী মজা, কী আনন্দ হযরত আলী ভাই নায়িকার লগে কথা কইবো!'

নায়িকা ফারাহর দেয়া ৫ মিনিট পেরিয়ে ১০ মিনিটেপড়েছে। কিন্তু সে ফোন করছেন না। এবার হযরত আলী নিজেই ফোন দেয়। ফারাহ তার ফোন রিসিভ করলে হযরত আলী বলেন,-

-আপা বাসায় ফিরেছেন কখন?

-এই তো কিছুক্ষণ আগে।

-রাতে ভাত খেয়েছেন? ঘুমাবেন কখন?

হযরত আলীর এই কথা শুনে নায়িকা ফারাহ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। ফারাহ বললেন,-

-এই রাতে আপনি আমার সাথে ফাজলামি শুরু করেছেন মিয়া? আমি খেয়েছি কি-না, ঘুমিয়েছি কি-না, তা দিয়ে আপনি কী করবেন। দুইদিন পরপর নতুন সাংবাদিক আসে কোত্থেকে। কথা বলা শিখে তারপর আইসেন। এই বলে নায়িকা ফারাহ, নায়িকা রুহিনার মতো একই স্টাইলে ফোন কেটে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন হযরত আলীর হৃদয়টা ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

হযরত আলী রুমমেটদের মাঝে ফারাহর এমন কথায় চরম আপমানিত বোধ করছেন। তিনি ভীষণ লজ্জা পেলেন। রুমমেট সবুজ ও রাহাত তো হাসিতে ফেটে পড়লেন। অন্যরা কেউ কেউ হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখে হযরত আলীর মরে যেতে ইচ্ছে করছে। এমন চরম অপমান ও লজ্জায় হযরত আলী সিদ্ধান্ত নেয় সে আর বিনোদন সাংবাদিকতা করবে না। এর মধ্য দিয়ে হযরত আলীর জীবনের আরও একটি স্বপ্নের যবনিকাপাত ঘটল।